মাদক মামলায় প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা, জবানবন্দি ও যুক্তিতর্কের বাস্তব কলাকৌশল

(বাস্তব কেস স্টাডি ও উচ্চ আদালতের সর্বশেষ সিদ্ধান্তসমূহ)

- এজহারকারীকে প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা
- জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা
- জব্দ তালিকার পাবলিক সাক্ষীকে প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা
- পুলিশের সোর্স, আগ্রহী সাক্ষী ও রেইডিং পার্টির প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা
- তদন্তকারী কর্মকর্তার প্র্যাক্‌টিক্যাল জেরা ও অন্যান্য

পি.এম. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ প্রামাণিক)

ইউনিক ল বুক হাউস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
মাদক মামলা সম্পর্কিত এজাহারকারীকে জেরা

১। একটি বাস্তব মাদক মামলায় এজাহারকারী (বাদী)-কে জেরা পূর্ব আলোচনা ১৭
২। এজাহারকারীর জেরা পূর্ব একটি বিশেষ নোট ১৭
৩। এজাহারকারীকে জিডিবিষয়ক জেরা ১৮
৪। অভিযানে বের হওয়া বিষয়ক জেরা ১৮
৫। মামলা রুজু বিলম্ববিষয়ক জেরা ১৯
৬। এজাহার লেখা বিষয়ক জেরা ১৯
৭। মাদক তল্লাশিবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ২০
৮। মাদক তল্লাশিবিষয়ক জেরা ২১
৯। জব্দ তালিকাবিষয়ক জেরা ২১
১০। আলামত জব্দ ও সিলগালাবিষয়ক জেরা ২২
১১। ঘটনাস্থল সম্পর্কে জেরা পূর্ব আলোচনা ২৩
১২। ঘটনাস্থল সম্পর্কে জেরা ২৩
১৩। মাদকের পরিমাণ ও ওজনের তারতম্য নিয়ে জেরা পূর্ব আলোচনা ২৩
১৪। মাদকের পরিমাণ ও ওজনের তারতম্য নিয়ে জেরা ২৪
১৫। মাদক উদ্ধারে অসুদপায় অবলম্বনকারী পুলিশের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হলে জেরা ২৪
১৬। গ্রেফতার বিষয়ে মেমোরেন্ডাম অব অ্যারেস্ট সম্পর্কে এজাহারকারীকে জেরা ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাদক মামলায় জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে জেরা

১। জব্দ তালিকার নিয়মকানুন সম্পর্কিত জেরা পূর্ব আলোচনা ২৬
২। জব্দ তালিকার নিয়মকানুন সম্পর্কিত জেরা ২৬
৩। জব্দকৃত মালের তালিকা তৈরি, সরবরাহ ও স্বাক্ষরবিষয়ক জেরা ২৭
৪। আলামত সিলগালা ও শনাক্তকরণ বিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ২৮
৫। ঘটনাস্থলবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ২৯
৬। ঘটনাস্থলবিষয়ক জেরা ২৯
৭। পরিহিত কাপড়চোপড় জব্দবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ৩০

৮। পরিহিত কাপড়চোপড় জব্দবিষয়ক জেরা ৩০
৯। জব্দ তালিকাটি হাতে লেখাবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ৩০
১০। জব্দ তালিকাটি হাতে লেখাবিষয়ক জেরা ৩০
১১। জব্দ তালিকার কার্বন কপি ও সরবরাহবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ৩১
১২। জব্দ তালিকার কার্বন কপি ও সরবরাহবিষয়ক জেরা ৩১
১৩। আলামতের ওজন সম্পর্কে জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে জেরাপূর্ব আলোচনা ৩১
১৪। আলামতের ওজন সম্পর্কে জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে জেরা ৩২
১৫। জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী অফিসার এস. আই-এর নিচে হলে জেরা পূর্ব আলোচনা ৩২
১৬। জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী অফিসার এ. এস. আই হলে জেরা ৩২

তৃতীয় অধ্যায়

মাদক মামলায় জব্দ তালিকার পাবলিক সাক্ষী

১। জব্দ তালিকার পাবলিক সাক্ষীর জেরা পূর্ব আলোচনা ৩৪
২। বাধ্যকতামূলক বিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে তল্লাশি আইনসম্মত নয় ৩৫
৩। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার বিধান বাধ্যতামূলক ৩৫
৪। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার বিধান না মেনে করা তল্লাশি ও জব্দ বেআইনি ৩৫
৫। জব্দ তালিকার পাবলিক সাক্ষীর জেরা ৩৫
৬। ১৬১ ধারার জবানবন্দি সমর্থক সাক্ষীর জেরা ৩৬
৭। জব্দ তালিকা সমর্থন না করে সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষীকে জেরা ৩৭
৮। রাষ্ট্রপক্ষের বৈরী সাক্ষীকে আসামিপক্ষের জেরা পূর্ব আলোচনা ৩৭
৯। রাষ্ট্রপক্ষের বৈরী সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষের জেরা ৩৭
১০। রাষ্ট্রপক্ষের বৈরী সাক্ষীকে আসামিপক্ষের জেরা ৩৮
১১। বৈরী সাক্ষীবিষয়ক উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ৩৮
১২। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দি প্রদানকারী পাবলিক সাক্ষীকে জেরা ৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

পুলিশের সোর্স, আগ্রহী সাক্ষী ও রেইডিং পার্টির জেরা

১। পুলিশের সোর্স ও আগ্রহী সাক্ষীর জেরা পূর্ব আলোচনা ৩৯
২। পুলিশের সোর্স ও আগ্রহী সাক্ষীকে জেরা ৩৯
৩। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এমন দাবি করা সাক্ষীর জেরা ৩৯
৪। আসামি ও আলামত শনাক্তকারী সাক্ষীর জেরা ৪০
৫। সঙ্গীয় সাক্ষী বা রেইডিং পার্টির সদস্যকে জেরা পূর্ব আলোচনা ৪০
৬। সঙ্গীয় সাক্ষী বা রেইডিং পার্টির সদস্যকে জেরা ৪১

পঞ্চম অধ্যায়
মাদক মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা

১। মাদক মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার এজাহারবিষয়ক জেরা ৪২
২। মাদকের পরিমাণ গড়মিল নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা পূর্ব আলোচনা ৪৩
৩। মাদকের পরিমাণ ও কালার গড়মিল নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা ৪৩
৪। খসড়া মানচিত্র, সূচিপত্র কম্পিউটারে লেখাবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনা ৪৩
৫। খসড়া মানচিত্র, সূচিপত্র কম্পিউটারে লেখাবিষয়ক জেরা ৪৩
৬। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিবৃতি রেকর্ড সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জেরা ৪৪
৭। আসামি গ্রেফতারসংক্রান্ত অর্থাৎ মেমো অব অ্যারেস্ট সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জেরা ৪৪
৮। আসামি মহিলা হলে জিজ্ঞাসা করুন যে, ... ৪৫
৯। মেমোরেন্ডাম অব অ্যারেস্ট অনুসরণ করা কেন জরুরি ৪৫
১০। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আরো যেসব প্রশ্ন করা যেতে পারে ৪৮
১১। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদনকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জেরার প্রশ্ন ৪৮
১২। মাদক দ্রব্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি এজাহারের সারাংশ ৪৯
১৩। মাদক দ্রব্য অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার এজাহারকারীর জেরা ৪৯
১৪। উপরোক্ত সাজেশন বিষয়ে উচ্চ আদালতে সিদ্ধান্ত ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়
জেরা সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্ন ও আলোচনা

১। মাদক মামলায় জেরার আরো সাধারণ প্রশ্নসমূহ ৫১
২। সাক্ষীর জেরা করার পূর্বে আসামিপক্ষের আইনজীবীর হাতে যে কাগজপত্র থাকা দরকার ৫৩
৩। আসামিপক্ষের আইনজীবী সাক্ষীদের জেরা করার পূর্বে সাক্ষী সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জেনে নিবেন ৫৩
৪। জবানবন্দি প্রসঙ্গে পল ব্রাউনের সোনালি নিয়মবিধি ৫৪
৫। শিশু সাক্ষীকে জেরার কিছু সাধারণ প্রশ্ন ৫৫
৬। বিশেষজ্ঞ সাক্ষীকে জেরার প্রশ্ন ৫৫
৭। হস্তরেখা বিশারদের জেরার প্রশ্নসমূহ ৫৭

সপ্তম অধ্যায়
মাদক মামলায় জামিন সম্পর্কিত আলোচনা ও ড্রাফটিং

১। মাদক মামলায় আসামির জামিন শুনানি পূর্ব আলোচনা ৫৮
২। মাদক মামলার সমৃদ্ধ জামিন শুনানির সাবমিশন ৫৮

৩। একটি ফেনসিডিল মামলায় আসামির (কাল্পনিক) জামিন দরখাস্ত ৬১
৪। নিষিদ্ধ পণ্যসহ ধৃত আসামির জামিন সাবমিশন-এর কলাকৌশল ৬৪
৫। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মাদক মামলায় হাজতি আসামির জামিন দরখাস্ত নমুনা ৬৮
৬। মাদকের অপরাধ একান্ত ব্যক্তিগত দায় ৬৯
৭। মাদকের মামলায় 'পজেশন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৭০
৮। মাদকের মামলায় জব্দকৃত মাল নিয়ে ঝামেলা ৭০
৯। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন বনাম ১৯৯০, ২০১৮ সনের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পার্থক্য ৭১
১০। মাদক তল্লাশি আইন ও ফলাফল ৭১
১১। গৃহ তল্লাশির আইনি প্রক্রিয়া ও ফলাফল ৭৩
১২। গ্রেফতার এড়াতে আগাম জামিন নেবেন কীভাবে ৭৫
১৩। জামিননামা বা বেল বন্ড কী, কেন? ৭৫
১৪। আগাম জামিনপ্রাপ্ত আসামির নিম্ন আদালতে বেল বন্ড ফার্নিসড করার নমুনা মুসাবিদা ৭৬
১৫। যদি কেউ আসামির জামিন বন্ড প্রত্যাহার করে নিতে চান, তাহলে তার করণীয় কী? ৭৭
১৬। বন্ড (জামিননামা) প্রত্যাহারের দরখাস্তের মুসাবিদা (কাল্পনিক) ৭৮
১৭। প্র্যাকটিক্যাল মাদক মামলায় জামিন শুনানি ও ধারাবাহিক বক্তব্যসমূহ ৭৮

অষ্টম অধ্যায়
মাদক মামলায় সন্দেহের সুবিধা

১। জব্দ তালিকা তৈরি করার সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি না থাকা ৮২
২। কী কারণে বাদী পক্ষের মামলায় সন্দেহের সৃষ্টি হয় ৮২
৩। মামলা প্রমাণের দায়িত্ব ৮২
৪। শোনা সাক্ষ্য প্রসঙ্গে ৮৩
৫। সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিবন্ধকতা ৮৩
৬। আসামির বিচারিক দোষ স্বীকারের সাক্ষ্য মূল্য ৮৩
৭। সাক্ষীকে জেরা করার উদ্দেশ্য ৮৩
৮। সাক্ষীর জবানবন্দির উদ্দেশ্যে ৮৪
৯। পুনঃ জবানবন্দি ও পুনঃজেরার কৌশল ৮৪
১০। রাজসাক্ষী ৮৫
১১। সাফাই সাক্ষী ৮৫
১২। সন্দেহ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত নীতি ৮৬
১৩। দেখা সাক্ষীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ৮৬

১৪। প্রয়োজনীয় সাক্ষী পরীক্ষা না করায় সন্দেহ ৮৭
১৫। সন্দেহজনক শনাক্তকরণ ৮৭
১৬। ঘটনা সংঘটন সম্পর্কে সন্দেহ ৮৭
১৭। বৈধ সাক্ষ্যের অভাব বা অপ্রতুলতা ৮৮
১৮। সন্দেহমূলক এজাহার এফ.আই.আর ৮৮
১৯। বিলম্ব ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার বিবৃতি রেকর্ড করা ৮৯
২০। পলাতক থাকার দরুন সন্দেহ ৮৯
২১। সন্দেহ বা অবিশ্বাস ৮৯

নবম অধ্যায়

জেরা বিষয়ে জব্দ তালিকা ও সিদ্ধান্তসমূহ

১। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা-১০৩ .... ৯০
২। আলোচনা ও নজির ৯০
৩। জব্দ তালিকাবিষয়ক একটি বাস্তব কেস স্টাডি ৯১
৪। আমলযোগ্য অপরাধ তদন্ত ও জব্দ সম্পর্কিত একটি কেস স্টাডি ৯২
৫। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয় ৯৩
৬। স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সামনে তল্লাশি অর্থ মিথ্যা জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম ৯৩
৭। জব্দ তালিকার সাক্ষীদের স্বাক্ষর প্রমাণ হলে তল্লাশি ও জব্দকরণ সঠিক বলে অনুমিত হয় ৯৪
৮। তল্লাশি ও জব্দকরণ সম্পর্কিত অনুসরণীয় নীতিমালা ৯৪
৯। তল্লাশির বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা ৯৫
১০। অভিযুক্ত কথামতে হেরোইন উদ্ধার ৯৫
১১। বাধ্যতামূলক বিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে তল্লাশি আইনসম্মত নয় ৯৫
১২। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার বিধান বাধ্যতামূলক ৯৬
১৩। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার বিধান না মেনে করা তল্লাশি ও জব্দ বেআইনি ৯৬
১৪। বাধ্যতামূলক বিধান মানা না হলে তল্লাশি এবং জব্দকরণ পুরাপুরি বেআইনি ৯৬
১৫। যথাযথ ও ন্যায্য পদ্ধতিতে তল্লাশি চালানোর প্রয়োজনীয়তা ৯৬
১৬। জব্দ তালিকার সাক্ষীদের বিষয়ে আদালতের সাধারণ অভিজ্ঞতা ৯৬
১৭। অভ্যাসগত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস স্থানীয় সাক্ষীর খুব কম থাকে ৯৭
১৮। তদন্তের সীমিত উদ্দেশ্যে কারও বাড়িতে প্রবেশ, তল্লাশি এবং জব্দ করা হয়ে থাকে ৯৭
১৯। মাদক দ্রব্য আইনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো জিনিসের বহনকারী হিসেবে সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তির গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ১০৩ ধারা প্রযোজ্য হয় না ৯৭

২০। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারায় প্রযোজ্যতা ৯৭
২১। ক্ষেত্র বিশেষ পরেও জব্দ তালিকা করা যেতে পারে ৯৮
২২। সরকারি সাক্ষীকে কখন বিশ্বাস করা যায় ৯৮
২৩। একজন সাক্ষীকে বিশ্বাস করলেও সাজা দেওয়া যায় ৯৮
২৪। পিআরবি'র ৩৭৭ বিধি ও আলোচনা ৯৯
২৫। আলোচনা: প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ১০১
২৬। কে এজাহার দায়ের করিতে পারে ১০১
২৭। প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর সাক্ষ্যগত মূল্য ১০২
২৮। পিআরবি'র ২৮০ বিধি ও আলোচনা ১০৩

দশম অধ্যায়

জেরায় সাক্ষ্য আইন ও দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সিদ্ধান্তসমূহ

১। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনে স্বীকারোক্তির গুরুত্ব ও কতিপয় উদাহরণ ১০৭
২। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তির আইনগত ফলাফল ১০৭
৩। কখন পুলিশের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য ১০৮
৪। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি ১০৮
৫। তৃতীয় পক্ষের কাছে স্বীকারোক্তি ১০৮
৬। প্রত্যাহারকৃত স্বীকারোক্তি ১০৮
৭। দোষ স্বীকারোক্তি কী ১০৯
৮। স্বীকারোক্তি গ্রহণে ম্যাজিস্ট্রেট যে নিয়মগুলো মেনে চলবেন ১০৯
৯। ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে আরো যেসব প্রশ্ন করতে পারবেন ১১১
১০। কোন শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন ১১১
১১। ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় এবং কখন দোষ স্বীকারোক্তি রেকর্ড করতে পারবেন ১১২
১২। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ১১২
১৩। জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্য ১১২
১৪। পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার ১১৩
১৫। সহঅপরাধীর দোষ স্বীকারোক্তি ১১৪
১৬। কোন পরিস্থিতিতে স্বীকারোক্তি দণ্ডাদেশের ভিত্তি হতে পারে ১১৫
১৭। কখন সাক্ষ্যে দোষ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্যতা পাবে ১১৬
১৮। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে জেরার প্রশ্নসমূহ ১১৭
১৯। প্রসিকিউশন ও সাক্ষীদের ভাষ্যের সঙ্গে স্বীকারোক্তিটি খাপ খেয়েছে কি না দেখতে হবে ১১৮
২০। রিমান্ড ফেরত পাঠানোর হুমকি দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয় ১১৮

৯। মাদক মামলায় আলিবি বিষয়ে জেরা করার সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ......১৫০
১০। মাদক আইনের অপ-প্রয়োগ ও মাল নিয়ে মাতামাতি......১৫২
১১। জব্দকৃত মাদকের ওজন নিয়ে কারসাজি ও মালের মালিকের খালাস পাওয়ার উদাহরণ......১৫৩
১২। কোন মাদকের জন্য কতটুকু শাস্তি......১৫৫
১৩। মাদকের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় বাঁচতে আপনার যা জানা দরকার......১৫৬
১৪। সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা আসামি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আসামি নির্দোষ......১৫৮
১৫। মাদক মামলায় সন্দেহের সুবিধা কে পাবে......১৫৯

দ্বাদশ অধ্যায়

মাদক মামলায় জবানবন্দি, জেরা ও রায়

১। একটি বাস্তব হেরোইন মামলায় জবানবন্দি, জেরা ও রায়......১৬২
২। একটি ইয়াবা উদ্ধারের মামলার বাস্তব জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্ক......১৭৭
৩। একটি ইয়াবা মামলার রায়, পর্যালোচনা ও বাস্তবতা......১৯০
৪। একটি বাস্তব গাঁজা উদ্ধার মামলায় জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্ক......২০৯
৫। একটি ফেনসিডিল উদ্ধার মামলার বাস্তব জবানবন্দি, জেরা, যুক্তিতর্ক ও রায়......২২৬
৬। একটি ফেনসিডিল মামলার বাস্তব জবানবন্দি, জেরা ও যুক্তিতর্ক-২......২৪৩
৭। ফেনসিডিল মামলার জবানবন্দি, জেরা ও রায়-৩......২৫৮
৮। একটি বাস্তব মাদক মামলার আলোকে জবানবন্দি, জেরা ও আরগুমেন্ট......২৭৩
৯। একটি হেরোইন মামলার যুক্তিতর্ক......২৭৮
১০। একটি ফেনসিডিল মামলায় আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক......২৮০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮......২৮৫
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৯......৩৫১
ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩......৩৭২

প্রথম অধ্যায়

মাদক মামলা সম্পর্কিত এজাহারকারীকে জেরা

একটি বাস্তব মাদক মামলায় এজাহারকারী (বাদী)কে জেরা পূর্ব আলোচনা:

এজাহারকারীর জবানবন্দি ও তার আলোকে যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলো দিয়ে মামলায় সন্দেহ সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো:

এজাহারকারী নায়েক সুবেদার মোঃ শহিদুল ইসলাম, র‍্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প আসামির বিরুদ্ধে এই মর্মে খোকসা থানায় এজাহার দায়ের করেন যে, গত ০৯/০৩/২০২২ ইং তারিখে ১৯৭/২০২২ নং পিসিসি মূলে সঙ্গীয় ফোর্সদের নিয়ে নিয়মিত টহলে বের হয়ে কুষ্টিয়া সদর থানাধীন বটতৈল বাজার এলাকায় অবস্থানকালে গোপন সংবাদ পান যে, 'কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানাধীন বিলজানি বাজারস্থ খান মেডিসিন কর্নার'-এর সামনে পাকা রাস্তার উপর একজন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে ১৬.৪৫ ঘটিকায় উপস্থিত হলে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন ব্যক্তি কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় ও সোর্সের দেওয়া বর্ণনামতে উক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে দেহ তল্লাশিকালে ধৃত আসামি মোঃ কামাল হোসেনের পরিহিত প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৪৮৫ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উপরোক্ত সাক্ষীদের সম্মুখে গত ইং ০৯/০৩/২০২২ তারিখে ১৭:০৫ ঘটিকার সময় সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় জব্দ তালিকা তৈরি করা হয়। ঘটনাস্থলেই ধৃত আসামির নিকট থেকে উদ্ধারকৃত ৪৮৫ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেটের মধ্য হতে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনাস্বরূপ ৫ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট একটি খাকি খামের মধ্যে রেখে 'ক' চিহ্নিত করতঃ অবশিষ্ট ৪৮০ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট অপর একটি খাকি খামের মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া 'খ' চিহ্নিত করা হয়। ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের সামনে প্রতিটি খাম সিলগালা করা হয়। উদ্ধারকৃত মালামাল ও ধৃত আসামিকে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করা হয়। ধৃত আসামি অবৈধভাবে মাদক দ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য নিজের হেফাজতে রেখে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) সারনীর ১০(ক) ধারায় অপরাধ করায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এজাহারে স্বাক্ষর প্রদান করা হয়। এই সেই এজাহার, প্রদর্শনী-১, স্বাক্ষর প্রদর্শনীঃ ১/১। উদ্ধারকৃত আলামত বিজ্ঞ আদালতে আছে।

এজাহারকারীর জেরা পূর্ব একটি বিশেষ নোট:

মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য স্থানে তল্লাশি করা হোক কিংবা বাড়ি ঘরে সবক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কিংবা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসারকে কিংবা র‍্যাব, যৌথ বাহিনী, কাস্টমস, বর্ডার গার্ড, কোস্ট গার্ড অফিসারকে একটি জিডি বা স্ব-স্ব বাহিনীর পিসিসি/সিসি মূলে কোনো স্থানে বা স্থাপনায় প্রবেশ করতে হয় কিংবা প্রকাশ্য স্থান থেকে মাদক দ্রব্য অপরাধ সংঘটনের অপরাধে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করতে হলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর

২১ এবং ২৩ ধারার বিধান অনুসরণ করতে হয়। ২১ ধারাতে প্রকাশ্য স্থান ইত্যাদিতে আটক, তল্লাশি, জব্দ অথবা গ্রেফতারের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ২৩ ধারাতে পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, বাধাপ্রাপ্ত হলে বাধা অপসারণ ইত্যাদি ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এজাহারকারীকে জিডি/পিসিসি(প্রাইমারী কমান্ড সার্টিফিকেট) বিষয়ক জেরা:

১। আপনি যে পিসিসি/জিডি মূলে সঙ্গীয় ফোর্সদের নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিলেন, সেই পিসিসির/জিডির কপি এজাহারের সাথে সংযুক্ত করেছেন কি না?

(অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নটির উত্তর 'না' আসে)

২। আপনি অভিযান শেষে কথিত মাদক উদ্ধার করতঃ আসামিকে নিজ হেফাজতে নেওয়ার বিষয় ওই পিসিসিতে/ জিডিতে উল্লেখ করেছিলেন কি না অথবা সংযুক্ত করার প্রয়োজন মনে করেছিলেন কি না কিংবা ডিউটি অফিসারকে দিয়ে ওই পিসিসিতে/জিডিতে উল্লেখ করার ব্যবস্থা করেছিলেন কি না?

(এই প্রশ্নটি করার কারণ পিআরবির ৩৭৭ বিধি। থানায়/স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে এসে পিআরবির ৩৭৭ বিধি অনুযায়ী জব্দ তালিকার বিষয়টি পিসিসি/ জিডিতে উল্লেখ করতে হবে। ৩৭৭ (গ) সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে সকল অভিযোগ এবং বিচারের জন্য উপস্থাপিত অভিযোগ, বোধগম্য বা অবোধগম্য অপরাধ অভিযোগকারীদের নাম, গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তির নাম, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত অপরাধ, পুলিশ নিজের তত্ত্বাবধানে আনিয়াছে এমন অস্ত্র বা সম্পত্তি এবং পরীক্ষা করা হইয়াছে এমন সাক্ষীর নাম। কোন ব্যক্তির গ্রেফতারের তারিখ এবং থানা লকআপের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, আদালতে প্রেরণের সময় ও তারিখ এবং তাহাকে খাওয়াইবার জন্য কোনো খরচ হইয়াছে কি না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(যদি উত্তর আসে 'হ্যাঁ', তাহলে জিজ্ঞাসা করুন)

৩। পিসিসি'র/জিডি'র কপিটি আজ আদালতে দেখাতে পারবেন কি না?
(অধিকাংশ উত্তর আসে না)

অভিযানে বের হওয়া বিষয়ক জেরা:

১। গোপন সংবাদ পাওয়ার সময় ঠিক কোথায় টহল দিচ্ছিলেন?

২। ওই স্থানে কত সময় ধরে টহল দিচ্ছিলেন?

৩। টহলের সময় আপনাদের কাছে কী ধরনের যানবাহন ছিল?

৪। ব্যবহৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মনে আছে কি না?

৫। যে গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে, কার্যালয়ের/থানার লগ বইতে তা লেখা ছিল কি না?
(উত্তর যদি হয় কার্যালয়ের/থানার লগ বইতে তা লেখা ছিল, তখন জিজ্ঞাসা করুন)

৬। এগুলো আজ দেখাতে পারবেন কি না? কিংবা এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কি না কিংবা তিনি এগুলো জব্দ করার বিষয়ে আপনার কোনো সাহায্য নিয়েছিলেন কি না? কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে এ বিষয়ে কোনো জবানবন্দি দিয়েছিলেন কি না? ইত্যাদি প্রশ্নগুলো করতে পারেন।

৭। টহলের জায়গা থেকে কথিত ঘটনাস্থলের দূরত্ব কত কিলোমিটার?
৮। আপনি ও আপনার সঙ্গীয় ফোর্স ওই কথিত ঘটনাস্থলে গিয়ে কতজন লোককে দেখতে পেয়েছিলেন / যানবাহনের কথা উল্লেখ থাকলে রাস্তার কতগুলো ভ্যান কিংবা অন্যান্য যানবাহন তল্লাশি করেছিলেন?
৯। আসামিকে আপনি পূর্ব থেকে চিনতেন কি না?
১০। তাহলে এ আসামি কে ধরেছিল এবং কে তল্লাশি করেছিল?
১১। ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব কত কিলোমিটার?
১২। তাহলে থানায় আসতে কত সময় লাগে?
১৩। এজাহার দায়ের করলেন কয়টার সময়?
১৪। ঘটনাস্থল থেকে আসামিদের বাড়ি কতদূর?
১৫। আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে কত তারিখে জবানবন্দি দেন?

মামলা রুজু বিলম্ববিষয়ক জেরা:
(থানায় এসে এজাহারটি করতে বিলম্ব হলে বিলম্ব বিষয়ে এজাহারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এজাহারের নিচে লেখা থাকে আসামিকে নিয়ে আরো বিভিন্ন জায়গায় অভিযান শেষে থানায় এসে মামলা করতে বিলম্ব হলো। এরকম বিলম্বের কারণ উল্লেখ থাকলে এজাহারকারীকে প্রশ্ন করুন)
১। আপনি আসামিকে নিয়ে আর কোথায় কোথায় অভিযান চালিয়েছেন সেটা তো এজাহারে উল্লেখ করেননি?
(অধিকাংশ উত্তর আসে না)
২। সেসব অভিযানে তো আর কোনো আলামত উদ্ধার করতে পারেননি?
(যদি বলে আর কোনো আলামত উদ্ধার করতে পারিনি, তাহলে প্রশ্ন করেন)
৩। আপনি যে আরো অন্যান্য অভিযানে গিয়েছেন কিংবা আলামত উদ্ধার করতে পারেননি এ মর্মে কোনো নিষ্ফল তল্লাশি তালিকা তৈরি করেছিলেন কি না?
(পিআরবির ২৮০, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫৪-তে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে)
(এবার একটি সাজেশন দিন)
৪। দেখুন, আপনি এই আসামিকে নিয়ে কোথাও অভিযানে যাননি?

এজাহার লেখা বিষয়ক জেরা:
(এবার এজাহার সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। ইদানীং অধিকাংশ এজাহার কম্পিউটারে কম্পোজকৃত, তাহলে প্রশ্ন করুন)
১। এজাহারটি আপনি কোথায় বসে লিখেছিলেন?
২। আপনি কম্পিউটারে নিজে টাইপ করেছেন না-কি অন্য কাউকে দিয়ে টাইপ/কম্পোজ করিয়েছিলেন?
(যদি বলে আমি নিজেই কম্পোজ করেছি, তাহলে প্রশ্ন করেন)
৩। এজাহারটি আপনি নিজে লিখেছেন, কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেন– এরকম কথা তো এজাহারে উল্লেখ নেই?
(আর যদি বলে অমুককে দিয়ে কম্পোজ করিয়েছি, তাহলে প্রশ্ন করুন)

৪। যে ব্যক্তি এজাহারটি কম্পোজ করেছেন, তার নাম তো এজাহারে উল্লেখ করেননি?

৫। এজাহার লেখার পর সঠিক, শুদ্ধ এজাহার লেখা আছে কিংবা এজাহার আমার কথামতো লেখা হয়েছে আমি তাতে স্বাক্ষর করলাম– এজাহার গর্ভে এমন কোনো কথা তো লেখা নেই?

(অনেক সময় এজাহার হাতে লেখা থাকে এবং হাতের লেখাগুলো একরকম হয় আর এজাহারকারীর স্বাক্ষরটি অন্যরকম ও অন্য কালির হয়। সেক্ষেত্রেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন)

৬। এজাহারের সাথে তো জব্দ তালিকার কপি সংযুক্ত করেছিলেন?

(উত্তর যদি আসে হ্যাঁ, তাহলে প্রশ্ন করুন)

৭। এজাহারের সাথে জব্দ তালিকার কপি সংযুক্ত আছে এবং জব্দ তালিকা এতো পাতা– এমন কথা তো এজাহারে উল্লেখ নেই?

(এরকম জেরায় উত্তরগুলো সাধারণত না আসে। তখন সাজেশন দিন)

(আইন অনুযায়ী জব্দকৃত কথিত মাদক দ্রব্য থানার অফিসার-ইন চার্জের নিকট জমা দিতে হবে এবং সেগুলো অবশ্যই থানার প্রপার্টি রেজিস্টারে (পি.আর) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন করুন–

৮। জব্দকৃত কথিত মাদক দ্রব্য থানার অফিসার-ইন চার্জের নিকট কয়টার সময় জমা দিয়েছিলেন?

(এরপর প্রশ্ন করুন)

৯। থানার প্রপার্টি রেজিস্টারে কথিত মাদক দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার নম্বর কত?

(উত্তর অনুযায়ী এবার প্রশ্ন করতে পারেন যে)

১০। প্রপার্টি রেজিস্টার আদালতে আজ দেখাতে পারবেন কি?

১১। দেখুন, এই এজাহার সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই?

১২। আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ মিথ্যা এজাহার লেখার পর আপনার স্বাক্ষর নিয়ে এজাহারকারী বানিয়েছে?

১৩। আপনি পদোন্নতির আশায় প্রকৃত এজাহারকারী না হয়েও মিথ্যা উক্তিমূলে বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করলেন, হ্যাঁ অথবা না বলুন?

মাদক তল্লাশিবিষয়ক জেরা পূর্ব আলোচনাঃ

পুলিশ বিভাগের বাইবেল বলে খ্যাত পিআরবির ২৮০ রেগুলেশনের বিধান অনুসারে কোনো স্থান তল্লাশি করার জন্য প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই পুলিশ অফিসার ও তার সঙ্গীদের নিজের কাছে কিছু নেই তা উপস্থিত সাক্ষী কর্তৃক প্রবেশের পূর্বেই সার্চ করাতে হবে। নতুবা নিজেদের বহন করা মাদক দ্রব্য দিয়ে যে কাউকে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া ঘটনাস্থল রাস্তা, যানবাহন কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সামনে, বাস কাউন্টারের সামনে কিংবা পাবলিক প্লেসে হলে এজাহারকারীকে প্রশ্ন করার পূর্বে মামলার খসড়া মানচিত্র, সূচিপত্র ও সাক্ষীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দি পর্যালোচনা করে নিন। ঘটনাস্থলের আশপাশের সাক্ষীর উপস্থিতি থাকলে এবার জেরা করুন যে,